ডাকসু নির্বাচন হয়েছে

এগিয়ে যাওয়াই সব সংগঠনের কর্তব্য

| ঢাকা , বুধবার, ১৩ মার্চ ২০১৯

অনিয়মের অভিযোগ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নুরুল হক নুর ভিসি এবং ছাত্রলীগের গোলাম রাব্বানী জিএস নির্বাচিত হয়েছেন। ডাকসুর ২৫টি পদের মধ্যে ২৩টিতে ছাত্রলীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। ভিপি পদসহ দুটি পদে বিজয় পেয়েছে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ। হল সংসদেও উল্লিখিত দুই প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ছাত্রলীগ ভিন্ন অন্য কোন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের কোন প্রার্থীই জয়ের দেখা পাননি। নির্বাচন চলাকালে ছাত্রলীগ ছাড়া সব প্যানেলের প্রার্থীরা অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগে ভোট বর্জন করেন। ভোট গ্রহণ শেষে ছাত্রলীগ দাবি করে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। তবে ভিপি পদে নুরুল হককে নির্বাচিত ঘোষণা করার পর ছাত্রলীগ জালিয়াতির অভিযোগ এনে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ভিসিকে অবরুদ্ধ করে রাখে। গতকাল ছাত্রলীগ ভিপি পদে পুনর্নির্বাচন চেয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে

অবস্থান নেয়। অন্যদিকে নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো ক্লাস বর্জন করে।

ডাকসু নির্বাচনে নানা অনিয়মের সচিত্র প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ৮ শিক্ষকের একটি পর্যবেক্ষক দল অনিয়মের কথা বলেছে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা কোন কোন শিক্ষক এজন্য হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, বিচ্ছিন্ন দু-একটি ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর হয়েছে। আমরা বলতে চাই, নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হয়েছে সেটা নিয়ে আগে-পরে সব ছাত্র সংগঠনই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। নবনির্বাচিত ভিপি এখনও কারচুপির অভিযোগ থেকে সরে আসেননি। আর এখন ভিপি পদে বিজয়ী হতে না পেরে ছাত্রলীগ ভোট জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে। আমরা মনে করি, এসব অভিযোগের তদন্ত হওয়া উচিত। নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ উৎসব কোথায় দেখেছে সেটা তারাই ভালো বলতে পারবে। আমরা দেখেছি, সদ্য বিজয়ী ভিপির ওপর নির্ব্যচন চলাকালে হামলা চালানো হয়েছে। নির্বাচনের পরদিনও হামলা করা হয়েছে। আবার তার বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়েছে। গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে দুটি হলে যথাসময়ে ভোট গ্রহণ শুরু করা যায়নি। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ছাত্রলীগের ক্যাডাররা নানা কৌশলে নির্বাচনী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে আমরা এটা বলতে পারি যে, রক্তপাতহীন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা গেছে। শুরু থেকেই রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে

অভিযোগ করলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয় ঘটেনি।

২৯ বছর পর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারা একটি অর্জন বলে বিবেচিত হবে। আমরা চাইব, এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ডাকসু সচল হোক। আগামীতে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। এবারের নির্বাচনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তা আগামীতে সংশোধন করা হবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা। অচল ছাত্র সংসদের চেয়ে একটি সচল ছাত্র সংসদ থাকা শ্রেয়। আমরা আশা করব, সব ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডাকসু কার্যকর ছাত্র সংসদে পরিণত হবে। কারও পক্ষেই এমন কোন হটকারী পদক্ষেপ নেয়া ঠিক হবে না যার ফলে এর ভবিষ্যৎ আবার অনিশ্চিত হয়ে যায়। মানি না, মানব নাÑ বর্জনের সংস্কৃতি থেকে সরে এসে গঠনমূলক রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিতে হবে।